আজকের কাগজ

তারিখ 28 AUG. 1996

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

কোন দিকে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়?

আমানুর আমান : আবার প্রশাসনিক ও একাডেমিক স্থবিরতার কবলে পড়তে বসেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। পংকিলতায় ছেয়ে যাচ্ছে এর নীলম চত্বর। সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়টি কি অচিরেই আবার ঢেকে যাবে আবর্জনায়? অবস্থা দৃষ্টে এ প্রশ্ন আজ সচেতন মহলের বুকে খচ খচ করে ক্রমাগত বিদ্ধ করছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় অবস্থান করছে। সর্বোচ্চ পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পদে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করছে। একদিকে প্রশাসনিক স্থবিরতা অন্যদিকে একাডেমিক স্থবিরতা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে এ নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অবৈধ নিয়োগ, অবৈধ পদন্নতি, কর্মচারিদের চাকরিতে নিরাপত্তার অভাব, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন আটকে দেয়া, আবাসিক কোয়ার্টারে সিট বন্টনে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি কার্য প্রশাসনিক সুস্থ্য পরিবেশকে দারুণভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান উপাচার্য ঠাণ্ডা মাথার একজন কর্মি। প্রশাসনে দলীয়করণের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রমাণযোগ্য অভিযোগ। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত বিএনপি'র নেতা-কর্মিদের ধরে এনে নিয়োগ প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দলীয় আড়ামোতে পরিণত করেছেন। অন্যদিকে চাকরিকালীন বয়সপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও দলীয়ভিত্তিতে পদন্নতি প্রদান করেছেন অনেককে। আবার কোণঠাসা করে ফেলেছেন অন্য দলের পরিচয় সূত্রে অনেককে। হল প্রভোষ্ট, ডীন, প্রক্টর, সহকারি রেজিষ্টার, রেজিষ্টার, অর্থ পরিচালক সবই জিয়া পরিষদের সদস্যদের দিয়ে পূরণ করেছেন। এসবের ফলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রমে দারুণ অসন্তোষ বিরাজ করছে। অন্যদিকে একাডেমিক পরিস্থিতিও অত্যন্ত নাজুক। হাজার হাজার শিক্ষার্থী দেড়-দুই বছরের সেশনজট মাথায় নিয়ে ধুঁকছে। সীমাহীন হতাশা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। সব ক'টি বিভাগেই রয়েছে সেশনজট, যার ফলে ১৯৯০-৯১ সেশনে ভর্তি হয়েও কোনো বিভাগ থেকে মাষ্টার্সের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ হয়নি ছাত্র-ছাত্রিদের। যাদের পরে ভর্তি হয়েছে পাঁচটি ব্যাচ। সেশনজট নিরসন কল্পে এ বছরে একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। কিন্তু একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোনো পরীক্ষাই হয়নি। বরং অভিযোগ করা হয়েছে উক্ত ক্যালেন্ডারেই রয়েছে সেশনজট। এছাড়াও শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতায় মেতে থাকতে দেখা যায়। অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান করে রাখাও সেশনজটের আরেক উল্লেখযোগ্য কারণ। যার ফলে দেখা যায় প্রত্যেক বিভাগে সেমিনার, লাইব্রেরি করার জন্যে প্রতিবছর দশ হাজার করে টাকা দেয়া সত্ত্বেও দু'একটি বিভাগ ব্যতিত কোনো বিভাগেই সেমিনার লাইব্রেরি নেই। একটি বিভাগের দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে বিভাগের চারশ' ছাত্র-ছাত্রী স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশ করলেও বর্তমান উপাচার্য নিতান্তই জিয়া পরিষদের ৯নং সদস্য হবার কারণে তাকে অপসারণ করেননি। অন্যদিকে পরীক্ষার দাবিতে উপচার্যের অফিস ঘেরাও ও চেয়ারম্যানকে অফিসে প্রবেশ করতে না দেয়ায় শুধু 'শোকজই' নয় রীতিমতো বহিঃষ্কারের হুমকি দেয়া হয়। ফলে পরীক্ষা দিতে না পারায় সেশনজট আর সেশনজটের কারণে ছাত্র-ছাত্রিদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ায় সীমাহীন হতাশায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী। এভাবে সীমাহীন নাজুকতায় নিমজ্জিত এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।